সংবাদ

তারিখ ০৫ FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

পাঁচ শতাধিক ভর্তির সিদ্ধান্ত মতিঝিল আইডিয়ালের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ভর্তি নিয়ে চলমান অস্থিরতার মধ্যেই সরকারকে অবহিত করে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীকে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে। প্রতিষ্ঠানের দুটি নতুন ভবনের নির্মাণকাজ সম্প্রতি শেষ হওয়ায় নতুন বছরে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করে ভর্তি করার হবে মাউশিকে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। তবে এক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেনের কথা অস্বীকার

ভর্তির : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

ভর্তির : সিদ্ধান্ত

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ অনুসারে বেতন-ফি ও অন্য খাতে অর্থ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২ শতাংশ কোটা, প্রতিবন্ধী কোটা ও সহোদর কোটায় আবেদনকারী শিশুরা অগ্রাধিকার পাবে। যদিও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, অষ্টম বেতন কাঠামো ঘোষণার পর থেকেই সাধারণ শিক্ষকরা বেতনভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছেন। নতুন করে শিক্ষার্থী ভর্তির পর শিক্ষকদের বেতনভাতা বাড়াতে হবে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগমের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। তবে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্য মারুফ আহমেদ মনসুর গতকাল সংবাদকে জানান, 'আমরা ভর্তির জন্য কারো কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা-পয়সা নিচ্ছি না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনকে বুধবার ভর্তির বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। ভর্তি শুরুর সময়ে নতুন ভবনগুলোর কাজ চলছিল। এখন কাজ শেষ হওয়ায় সেখানে বেশকিছু শিক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা চাই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী পড়ার সুযোগ পাক।'

মাউশিকে দেয়া আইডিয়াল স্কুলের তথ্যানুযায়ী, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ৭৩৭ জন। এর মধ্যে শিক্ষক ৫৮৭ জন এবং কর্মচারী ১৫০ জন। মোট শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে এমপিওভুক্ত মাত্র ১২৪ জন। বাকি ৬১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারী বেতন-ভাতা পায় প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'নতুন পে স্কেল ঘোষণার পর থেকেই সাধারণ শিক্ষকরা বেতনভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছেন। তাছাড়া ৬১৩ জন নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীর বেতনভাতা দিতেও হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। বাড়ছে প্রতিষ্ঠান পরিচালনাও ব্যয়। গত দু'তিন বছর নির্ধারিত আসনের বাইরে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে না পারায় ব্যয় বহুগুণ বেড়েছে। এই চাপ সামলে উঠতেই শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।'